বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, কৃষি ব্যাংক ভবন
৮৩-৮৫,মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
ফোন ঃ ৯৫৫৬৯৩১, ই-মেইলঃ dgmaccounts1@krishibank.org.bd

কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ(শাখা-১)

নং-প্রকা/হিসাব(শাখা-১)/ভ্যাট ও ট্যাক্স-৬(৪৮)/২০২৪-২৫/৫৮৬ তারিখঃ ১৬-০৭-২০২৪ খ্রিঃ

১। মহাব্যবস্থাপক, সকল বিভাগীয় কার্যালয়/স্টাফ কলেজ/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়।
২। উপমহাব্যবস্থাপক, সকল কর্পোরেট শাখা।
৩। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়।
৩। মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, সকল মুখ্য আঞ্চলিক/সকল আঞ্চলিক কার্যালয়।
৪। আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়।
৫। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয় ঃ কর বছর ২০২৫-২০২৬ (অর্থ বছর ২০২৪-২০২৫) এর বৈতনিক আয়ের উপর উৎসে আয়কর কর্তন প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি সরকারি বেতন আদেশভূক্ত কর্মচারীর বেতন-ভাতাদির ক্ষেত্রে আয় গণনার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক জারীকৃত এস.আরও.নং ২২৫-আইন/আয়কর-৭/২০২৩ তারিখঃ ১৩ জুলাই, ২০২৩ খ্রিঃ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। উক্ত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, সরকারি বেতন আদেশভূক্ত একজন কর্মচারীর বৈতনিক আয়কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মূল বেতন, উৎসব ভাতা ও বোনাস যে নামেই অভিহিত হোক না কেন করযোগ্য আয় হিসেবে বিবেচিত হবে। অবসরকালে প্রদত্ত লাম্প গ্র্যান্টসহ সরকারি বেতন আদেশে উল্লেখিত অন্যান্য ভাতা ও সুবিধাদি যেমন, বাড়ি ভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, যাতায়াত ভাতা, শ্রান্তি বিনোদন ভাতা, বাংলা নববর্ষ ভাতা ইত্যাদি করমুক্ত থাকবে। কর্মরত এবং পিআরএল ভোগরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী বৈতনিক (শুধু মাত্র সংশ্লিষ্ট বছরে প্রাপ্ত মূল বেতন, উৎসব ভাতা এবং বোনাস/এক্সগ্রেসিয়া ইত্যাদির যোগফল) আয়সহ করযোগ্য অন্যান্য খাতসহ মোট আয়ের উপর আয়কর নিজস্ব উৎস হতে পরিশোধ করবেন।

০২। নিম্নবর্ণিত নির্দেশাবলী পালন করতঃ কর্মরত এবং পিআরএল ভোগরত সকল করযোগ্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বৈতনিক আয়ের উপর আয়কর প্রদান করতে হবে ঃ

২.১। **মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়কর/কর দাতা কে হবেন ঃ**
সাধারণভাবে, মোট আয়ের করহারের তফসিল অনুযায়ী করহার প্রয়োগ করে একজন করদাতার মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের পরিমান নিরূপণ করা হয়। আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২(৬৯) এ সংজ্ঞায়িত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনিবাসী বাংলাদেশীসহ সকল স্বাভাবিক ব্যক্তি (Indivisual), হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ও অংশীদারি ফার্মের ক্ষেত্রে মোট আয়ের উপর আয়করের হার নিম্নরূপ হবে ঃ

ক্রমিক	মোট আয়	হার
ক.	প্রথম ৩,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
খ.	পরবর্তী ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	৫%
গ.	পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১০%
ঘ.	পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১৫%
ঙ.	পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	২০%
চ.	পরবর্তী ২০,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	২৫%
ছ.	অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর	৩০%

তবে শর্ত থাকে যে,

ক.	মহিলা করদাতা এবং ৬৫ (পয়ষট্টি) বৎসর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ৪,০০,০০০/- টাকা;
খ.	তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা এবং প্রতিবন্ধী স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ৪,৭৫,০০০/-টাকা;
গ.	গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ৫,০০,০০০/- টাকা;
ঘ.	কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের প্রত্যেক সন্তান/পোষ্যের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ৫০,০০০/- টাকা অধিক হবে; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই করদাতা হলে যে কোন একজন এই সুবিধা ভোগ করবেন;
ঙ.	ন্যূনতম করের পরিমান কোনভাবেই নিম্নরূপে বর্ণিত হারের কম হবে না ঃ

এলাকার বিবরণ	ন্যূনতম করের হার (টাকা)
ঢাকা উত্তর/দক্ষিন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৫,০০০/-
অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৪,০০০/-
সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৩,০০০/-

চলমান পাতা-২

একজন করদাতার আয় যে কোন স্থানেই অর্জিত হোক না কেন তিনি যেখানে অবস্থান করবেন তার সে অবস্থানের ভিত্তিতেই ন্যূনতম করের হার নির্ধারিত হবে। **তবে কোন করদাতা একই আয় বছরে একাধিক স্থানে অবস্থান করলে যে স্থানে তিনি সর্বাধিককাল অবস্থান করেছেন সে অবস্থান স্থলের জন্য প্রযোজ্য ন্যূনতম কর হার তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।** করমুক্ত সীমার উর্ধ্বে আয় আছে এমন করদাতার প্রদেয় আয়করের পরিমান তার জন্য প্রযোজ্য ন্যূনতম আয়করের পরিমান অপেক্ষা কম হলে অথবা বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত বিবেচনার পর প্রদেয় আয়করের পরিমান প্রযোজ্য ন্যূনতম আয়করের কম, শূন্য বা ঋণাত্মক হলেও করদাতাকে তার জন্য প্রযোজ্য ন্যূনতম আয়কর পরিশোধ করতে হবে।

২.২। **বৈতনিক আয় বলতে কি বুঝায় ঃ**

করযোগ্য বৈতনিক আয়কর হিসাবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে অর্থাৎ ১ জুলাই হতে ৩০ জুন পর্যন্ত প্রাপ্ত শুধুমাত্র মূল বেতন (বকেয়াসহ যদি থাকে), উৎসব ভাতা ও বোনাস/এক্সগ্রেসিয়া ইত্যাদি বিবেচনায় নিতে হবে (সূত্রঃ এস.আর.ও নং ২২৫-আইন/আয়কর-৭/২০২৩,তারিখ ১৩.০৭.২০২৩ খ্রিঃ)

২.৩। **বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত ঃ**

আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৮ এবং ষষ্ঠ তফসিল এর অংশ ৩ এ বর্ণিত নির্ধারিত সীমা, শর্তাবলি এবং যোগ্যতা সাপেক্ষে কোন বিনিয়োগ করা হলে, কোন করবর্ষে মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য কর হতে নিবাসী স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা ও অনিবাসী বাংলাদেশী স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা নিম্নবর্ণিতভাবে কর রেয়াত প্রাপ্য হবেন-

১. মোট আয় (কর অব্যাহতি আয়, হ্রাসকৃত কর হারের আয় ও ন্যূনতম কর প্রযোজ্য আয় ব্যতিত) X ৩%
২. করদাতার প্রকৃত বিনিয়োগ এবং দান X ১৫%
৩. ১০ লাখ টাকা এই তিনটির মধ্যে যাহা কম

উদাহরণ হিসেবে ধরি কারো করযোগ্য মোট আয় ৮,৩৯,৫০০/-টাকা। প্রকৃত বিনিযোগ ২,৩১,৭১৫/- টাকা। রেয়াতপূর্ব নিরূপিত আয়কর ৪৮,৪২৫/- টাকা। এক্ষেত্রে আয়কর রেয়াতের পরিমান হবে নিম্নরূপঃ

(ক) মোট করযোগ্য আয়ের ৩% অর্থাৎ ৮,৩৯,৫০০ X ৩% = ২৫,১৮৫/- অথবা
(খ) প্রকৃত বিনিয়োগের ১৫% অর্থাৎ ২,৩১,৭১৫ X ১৫%= ৩৪,৭৫৮/- অথবা
(গ) ১০,০০,০০০/-
আয়কর রেয়াত ক, খ, গ এর মধ্যে সবচেয়ে কম (ক) ২৫,১৮৫/-
সুতরাং নীট আয়কর হবে = ৪৮,৪২৫ - ২৫,১৮৫ = ২৩,২৪০/-

বৈতনিক আয় হতে অনুমোদনযোগ্য রেয়াতী (রিবেট) সুবিধা ঃ

একজন করদাতার বিনিয়োগ ও দানের উল্লেখযোগ্য খাতসমূহ-

১.নিজ/স্বামী/স্ত্রী/নাবালক সন্তানের জীবন বীমার প্রিমিয়াম প্রদান (বীমা মূল্যের ১০%);
২.হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের ক্ষেত্রে পুরুষ সদস্য অথবা তার স্ত্রীর জীবন বীমার প্রিমিয়াম প্রদান (বাংলাদেশে পরিশোধিত);
৩.সরকারি কর্মচারীদের বার্ষিক বৃত্তি অথবা তার স্ত্রী/সন্তানদের নিরাপত্তার জন্য কর্তনকৃত অর্থ (প্রাপ্য বেতনের এক-পঞ্চমাংশের অধিক হবে না);
৪.সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমা করা অর্থ;
৫.ভবিষ্য তহবিলে নিয়োগকর্তা এবং কর্মচারীর সম্মিলিত চাঁদা জমা;
৬.অনুমোদিত বার্ধক্য তহবিলে করদাতার দেয়া বার্ষিক সাধারণ চাঁদা;
৭.(ক)অনধিক ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকার কোন সরকারি সিকিউরিটিজ ক্রয় (সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত, ট্রেজারী বিল, বন্ড, সঞ্চয়পত্র, ঋণপত্র, সুকুক ইত্যাদি)
৭.(খ)অনধিক ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকার ইউনিট সার্টিফিকেট/মিউচুয়াল ফান্ড/ইটিএফ ক্রয়
৭.(গ)যে কোন তফসিলি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ডিপোজিট পেনশন স্কিম বা মাসিক সঞ্চয় স্কিমে অর্থ জমা (বার্ষিক সর্বোচ্চ ১,২০,০০০/-টাকা)
৮.এসইসি এর অধীনে পরিচালিত কোন স্টক এক্সচেঞ্জের সহিত তালিকাভূক্ত সিকিউরিটিজ ক্রয়;
৯.অনুমোদিত দাতব্য হাসপাতালে দেয়া অনুদান যা সিটি কর্পোরেশন এলাকার বাহিরে অবস্থিত
১০.প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে স্থাপিত অনুমোদিত কোন প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান
১১.যাকাত তহবিল/যাকাত তহবিল ব্যবস্থাপনা আইন-২০২৩ এ প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানে দেয়া অনুদান;
১২.স্ত্রী/সন্তান/নির্ভরশীল কারো জন্য অনুমোদিত কল্যাণ তহবিল/যৌথ বিমা প্রিমিয়াম প্রদান;
১৩.সরকার অনুমোদিত জনকল্যাণমূলক/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেয়া অনুদান
১৪.স্বাধীনতা যুদ্ধ স্মরণে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় পর্যায়ের কোন প্রতিষ্ঠানে দেয়া অনুদান;
১৫.জাতির পিতার স্মরণে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে অনুদান;

২.৪। **উৎসে কর ঃ**

আয়বর্ষে করদাতা কর্তৃক উৎসে পরিশোধিত কর আয়কর রিটার্নে প্রদর্শন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কোন করদাতার বেতন, ব্যাংক সুদ আয়, গৃহ-সম্পত্তির বার্ষিক ভাড়া আয়, পেশাগত ফি প্রাপ্তি ইত্যাদি থেকে উৎসে কর কেটে রাখা হলে তা রিটার্নে দেখাতে হবে। উৎসে কর্তিত/সংগৃহীত করের স্বপক্ষে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষের সার্টিফিকেট রিটার্নের সাথে দাখিল করতে হবে।

২.৫। **ব্যক্তিগত মটর গাড়ির অগ্রিম কর ঃ**

আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ১৫৩ অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তিগত মটরযানের মালিকের জন্য নির্ধারিত হারে ও পদ্ধতিতে অগ্রিম আয়কর পরিশোধের বিধান রয়েছে। ব্যক্তিগত গাড়ির ফিটনেস নবায়নকালে প্রদত্ত অগ্রিম কর আয়কর হতে বাদ দিয়ে নীট আয়কর নির্ধারণ করতে হবে। মটর কারের নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ অগ্রিম কর হার নির্ধারণ করা হয়েছে ঃ

চলমান পাতা-৩

ক্রঃ	গাড়ির ধরণ ও ইঞ্জিনের ক্ষমতা	করের পরিমান (টাকায়)
১	১৫০০ সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত প্রতিটি মোটরযানের জন্য	২৫,০০০/-
২	১৫০০ সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ২০০০ সিসি বা ১০০ কিলোওয়াটের অধিক নয় এরূপ প্রতিটি মোটরযানের জন্য	৫০,০০০/-
৩	২০০০ সিসি বা ১০০ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ২৫০০সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াটের অধিক নয় এরূপ প্রতিটি মোটরযানের জন্য	৭৫,০০০/-
৪	২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ৩০০০ সিসি বা ১৫০ কিলাওয়াটের অধিক নয় এরূপ প্রতিটি মোটরযানের জন্য	১,২৫,০০০/-
৫	৩০০০ সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ৩৫০০ সিসি বা ১৭৫ কিলাওয়াটের অধিক নয় এরূপ প্রতিটি মোটরযানের জন্য	১,৫০,০০০/-
৬	৩৫০০ সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াটের অধিক এরূপ প্রতিটি মোটরযানের জন্য	২,০০,০০০/-
৭	মাইক্রোবাস প্রতিটির জন্য	৩০ (ত্রিশ) হাজার

২.৬। **রিটার্নের ভিত্তিতে প্রদত্ত কর ঃ**
রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়ের ভিত্তিতে নিরূপিত প্রদেয় আয়কর হতে উৎসে কর্তিত কর এবং অগ্রীম প্রদত্ত কর বাদ দিয়ে অবশিষ্ট কর অটোমেটেড চালান (এ-চালান) অথবা ই-পেমেন্টের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

২.৭। **প্রত্যর্পণযোগ্য করের সমন্বয়ঃ**
পূর্বের বছরগুলোতে করদাতার যদি ফেরৎ দাবী/সৃষ্টি থাকে তবে তিনি এখানে কর পরিশোধ হিসেবে দাবী করতে পারবেন। তবে এ ক্ষেত্রে কোন করবছরের কর ফেরৎ দাবী করা হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে। ধরা যাক, ২০২২-২০২৩ করবর্ষে করদাতার ফেরৎযোগ্য করের পরিমান ছিল ৫,০০০ টাকা। ২০২৩-২০২৪ করবর্ষের রিটার্নে প্রদর্শিত আয় অনুসারে প্রদেয় মোট আয়করের পরিমান ৮,০০০ টাকা। এ অবস্থায় ২০২২-২০২৩ করবর্ষের ফেরৎযোগ্য ৫,০০০ টাকা ২০২৩-২০২৪ করবছরে করদাবীর বিপরীতে কর পরিশোধ হিসেবে দাবী/সমন্বয় করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে ২০২৩-২০২৪ করবর্ষের জন্য তাকে অবশিষ্ট ৩,০০০ টাকা পরিশোধ করতে হবে।

২.৮। **সারচার্জ ঃ**
স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ, দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শিত নিম্ন বর্ণিত সম্পদের ভিত্তিতে, এই অনুচ্ছেদ এর অধীন সারচার্জ পরিগণনার পূর্বে পরিবেশ সারচার্জ ব্যতিত নির্ধারিত প্রদেয় করের উপর নিম্নরূপ হারে সারচার্জ প্রদেয় হবেঃ

সম্পদ	সারচার্জের হার
ক. নীট পরিসম্পদের মূল্যমান ৪(চার) কোটি টাকা পর্যন্ত	শূন্য
খ. নীট পরিসম্পদের মূলমান ৪(চার) কোটি টাকার অধিক কিন্তু ১০(দশ) কোটি টাকার অধিক নহে; বা স্বীয় নামে একের অধিক মোটর গাড়ি; বা কোন সিটি কর্পোরেশন এলাকায় মোট ৮,০০০ বর্গফুটের অধিক আয়তনের গৃহ-সম্পত্তি	১০%
গ. নীট পরিসম্পদের মূলমান ১০(দশ) কোটি টাকার অধিক কিন্তু ২০(বিশ) কোটি টাকার অধিক নহে;	২০%
ঘ. নীট পরিসম্পদের মূলমান ২০(বিশ) কোটি টাকার অধিক কিন্তু ৫০(পঞ্চাশ) কোটি টাকার অধিক নহে;	৩০%
ঙ. নীট পরিসম্পদের মূলমান ৫০(পঞ্চাশ) কোটি টাকার অধিক যে কোন অংকের উপর	৩৫%

ব্যাখ্যা ঃ
(১) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান বলতে আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ, দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শনযোগ্য নীট পরিসম্পদের মূল্যমান বুঝাবে; এবং
(২) মোটর গাড়ি অর্থ বাস, মিনিবাস, কোষ্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতিত অন্যান্য মোটরযান অন্তর্ভূক্ত হবে

০৩। **বেতন ভাতাদি ব্যতীত অন্যান্য উৎস হতে আয়ের ক্ষেত্রে ঃ**
বেতন ভাতাদি ব্যতীত অন্যান্য উৎস হতে আয় থাকলে, কর্মকতা ও কর্মচারীদেরকে নিজস্ব উৎস হতে ব্যক্তিগতভাবে অতিরিক্ত আয়ের জন্য এ-চালান/ই-পেমেন্ট মাধ্যমে আয়কর পরিশোধ করতে হবে।

০৪। **বেতন হতে উৎসে কর্তন ঃ**
আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৮৬(৩) মোতাবেক- যেই ক্ষেত্রে কোন সরকারি কর্মকর্তা আয়নকারী ও ব্যয়নকারী কর্মকর্তা (ডিডিও) হিসাব কার্য সম্পাদন করেছেন বা সরকার বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট হতে " চাকরি হতে আয়" উত্তোলন করার জন্য নিজের বা অন্য কোন সরকারি অধীনস্তের জন্য বিল প্রস্তুত বা স্বাক্ষর করেছেন, সেক্ষেত্রে তিনি উক্ত বিল তৈরি বা স্বাক্ষরের সময় উক্ত আয়বর্ষের জন্য প্রদেয় বার্ষিক বেতন যদি করমুক্ত সীমা অতিক্রম করে তাহলে উক্ত আয়বর্ষের আনুমানিক মোট আয়ের জন্য প্রযোজ্য করের গড় হারে কর কর্তন করবেন।

০৫। **রিটার্ন দাখিলযোগ্য কর্মকর্তা/কর্মচারী ঃ**

সকল গণকর্মচারী অর্থাৎ অত্র ব্যাংকে কর্মরত ও পিআরএল ভোগরত সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারী।

চলমান পাতা-৪

৫.১। **গণকর্মচারী** ঃ

আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ২(৩৪) ধারা মোতাবেক 'গণকর্মচারী' অর্থ Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর section 21 এ সংজ্ঞায়িত অর্থে কোন গণকর্মচারী;

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক আদেশ, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর-২৭) এর ৩৮(৫) অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে-"এই আদেশের অধীন কর্ম সম্পাদনকালে ব্যাংকের প্রত্যেক অফিসার অথবা অন্যান্য কর্মচারী দন্ডবিধি (Act XLV, ১৮৬০)- এর ধারা ২১ এ সজ্ঞায়িত অর্থে সরকারি কর্মচারী।"

এখানে দন্ডবিধি, ১৮৬০ এর ধারা ২১ উপধারা ১২ উল্লেখ করা হলো ঃ

"প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি- (ক) কোন সরকারি কর্তব্য সম্পাদনের জন্য সরকারি চাকুরিতে বা বেতনভোগী হিসাবে নিযুক্ত আছেন বা ফি কিংবা কমিশন আকারে পারিশ্রমিক পাইয়া থাকেন, (খ) কোন আইন বলে বা আইনানুসারে প্রতিষ্ঠিত কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন বা সংস্থায় চাকুরিতে বা এমন অংশীদারী কারবার বা কোম্পানীর চাকুরিতে নিযুক্ত আছেন যাহার আংশিক পুঁজি বা স্বত্ব সরকারের দ্বারা বা সরকারে ন্যস্ত।"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ (বাস্তবায়ন অনুবিভাগ) কর্তৃক ১৫-১২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত চাকরি (ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ (এস,আর,ও নং ৩৭১-আইন/২০১৫,তারিখ-১৫-১২-২০১৫) মোতাবেক বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এ কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ সরকারি বেতন আদেশভূক্ত।

৫.২। **রিটার্ন ফরম** ঃ সকল আয়কর অফিসে বিনামূল্যে রিটার্ন ফরম পাওয়া যায়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েব সাইট (www.nbr.gov.bd) থেকেও রিটার্ন ফরম Download করা যাবে। রিটার্ন ফরমের ফটোকপিও গ্রহনযোগ্য।

৫.৩। **রিটার্ন দাখিলের সময়** ঃ

করদাতা কর্তৃক রিটার্ন দাখিলের সর্বশেষ তারিখ হলো করদিবস। আয়কর আইন অনুযায়ী একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার জন্য প্রতি বছর ৩০ নভেম্বর করদিবস। একজন স্বাভাবিক করদাতা সংশ্লিষ্ট কর বর্ষের ১ জুলাই তারিখ হতে ৩০ নভেম্বর তারিখের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করবেন।

৫.৪। **রিটার্ন কোথায় দাখিল করবেন** ঃ টিআইএন সনদে উল্লেখিত অধিক্ষেত্র বা সার্কেল অনুযায়ী রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

৫.৫। **কর্মচারী/কর্মকর্তাদের রিটার্ন দাখিল সর্ম্পকিত তথ্যাদিঃ**

উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এর তফসিল- ছ মোতাবেক প্রত্যেক বছরের এপ্রিল মাসে দাখিলকৃত রিটার্নের সহিত কর কর্তৃপক্ষের নিকট নিম্নোক্ত ছকে বিবরণী দাখিল করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

১) কর্মচারীর নাম, পদবী এবং কর শনাক্তকরণ নম্বর
২) কর সার্কেল, কর অঞ্চল/ ইউনিট,
৩) আয়ের রিটার্ন দাখিলের তারিখ
৪) আয়ের রিটার্ন দাখিলের উপর আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ক্রমিক নম্বর।

প্রতিবছর জানুয়ারী মাসের ১৫তম (পনের তম) দিনের মধ্যে সকল বিভাগীয় কার্যালয় স্বস্ব কার্যালয়, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয় ও আওতাধীন কর্পোরেট শাখাসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তথ্যাদি, মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়/আঞ্চলিক কার্যালয় স্বস্ব কার্যালয়, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয় এবং অঞ্চলাধীন সকল শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তথ্যাদি নিম্নোক্ত ছকে একীভূত করে প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ (শাখা-১) এ প্রেরণ করবে। এলপিও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তথ্যাদি নিম্নোক্ত ছকে সরাসরি প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ (শাখা-১) এ প্রেরণ করবে।

ক্রমিক নং	কর্মচারীর নাম	পদবী	টিআইএন	কর সার্কেল, কর অঞ্চল ইউনিট	রিটার্ন দাখিলের তারিখ	রিটার্ন দাখিল সাপেক্ষে আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সিরিয়াল নম্বর	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

আমি প্রত্যয়ন করিতেছি যে,

ক) উপরলিখিত বিবরণীতে কর্মচারীদের একটি সম্পূর্ণ তালিকা এবং তাদেও আয়ের রির্টান দাখিল করার বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে;

খ) বিবরণটি সঠিক ও সম্পূর্ণ।

স্বাক্ষর
নাম
পদবী
স্বাক্ষরের তারিখ (দিন-মাস-বৎসর)

চলমান পাতা-৫

৬। **PSR (Proof of Submission of Return) সংরক্ষণ ঃ**

(১) আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২৬৪ অনুযায়ী অত্র ব্যাংকে কর্মরত এবং পিআরএল ভোগরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের PSR (আয়কর রিটার্নস দাখিলের প্রমানপত্র) এর কপি ব্যতিত বেতন প্রদান করা যাবে না বিধায় সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী স্ব স্ব PSR বা রিটার্নস দাখিলের প্রমানপত্রের কপি অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে জমা প্রদান করবেন। প্রতি বছর সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর PSR (আয়কর রিটার্নস দাখিলের প্রমানপত্র) এর কপি সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে।

(২) Verification of PSR (Proof of Submission of Return) ঃ www.incometax.gov.bd ওয়েবসাইটে return verify ট্যাবে ক্লিক করে করবর্ষ সিলেক্ট করে টিআইএন দিয়ে verify বাটনে ক্লিক করলে ভেরিফেকেশন করা যাবে।

(৩) PSR দাখিল নিশ্চিতকরণ এবং Verification এর ব্যর্থতায় অর্থদন্ড ঃ যে সকল ক্ষেত্রে PSR দাখিল বাধ্যতামূলক সে সকল ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি PSR দাখিল নিশ্চিতকরণ এবং দাখিলকৃত PSR এর সত্যতা যাচাইয়ে ব্যর্থ হলে উপ-কর কমিশনার কর্তৃক অনুর্ধ্ব ১০.০০ লক্ষ টাকার অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে।

৭। **বৈতনিক আয়কর প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ ঃ**

শাখাসমূহ প্রতি মাসের ৩ তারিখের মধ্যে কর্তনকৃত আয়করের ক্রেডিট এ্যাডভাইস অঞ্চলের প্রধান শাখার উপর ইস্যুপূর্বক বৈতনিক আয়করের মাসিক বিবরণী MITS (Monthly Income Tax Statement) যথাযথভাবে পূরণ করে মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রেরণ করবে। মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয় তার নিজ কার্যালয়, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয় এবং অঞ্চলের প্রধান শাখায় কর্মরত করযোগ্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন হতে কর্তনকৃত আয়করসহ শাখাসমূহ হতে প্রাপ্ত এ্যাডভাইস অঞ্চলের প্রধান শাখা কর্তৃক সাড়া প্রদানপূর্বক অঞ্চলের প্রধান শাখা হতে প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগের (শাখা-১) উপর ইস্যুপূর্বক অত্র বিভাগের মুখ্য কর্মকর্তা জনাব নাজমুল হুদা এর বরাবরে ০৭ তারিখের মধ্যে কুরিয়ারযোগে প্রেরণ করবে। এ্যাডভাইসে প্রেরিত আয়করের একটি বিবরণী MITS (Monthly Income Tax Statement) প্রস্তুতপূর্বক ই-মেইলযোগে (dgmaccounts1@krishibank.org.bd) Soft Copy প্রেরণ করবে।

কর্পোরেট শাখাসমূহ কর্তনকৃত বৈতনিক আয়করের ক্রেডিট এ্যাডভাইস বিভাগীয় কার্যালয়ের বেতন প্রদানকারী শাখার উপর ইস্যুপূর্বক বিবরণীসহ MITS (Monthly Income Tax Statement) প্রতি মাসের ৩ তারিখের মধ্যে বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করবে। বিভাগীয় কার্যালয় নিজ কার্যালয় ও বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাসিক বেতন হতে কর্তনকৃত বৈতনিক আয়করসহ কর্পোরেট শাখাসমূহ হতে প্রাপ্ত বৈতনিক আয়করের এ্যাডভাইস বেতন প্রদানকারী শাখা কর্তৃক সাড়া প্রদানপূর্বক একীভূত একটি ক্রেডিট এ্যাডভাইস প্রতি মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে কুরিয়ারযোগে অত্র বিভাগের মুখ্য কর্মকর্তা জনাব নাজমুল হুদা এর বরাবরে প্রেরণ করবে। বৈতনিক আয়করের মাসিক বিবরণী MITS (Monthly Income Tax Statement) ৭ তারিখর মধ্যে প্রস্তুতপূর্বক ই-মেইলযোগে (dgmaccounts1@krishibank.org.bd) Soft Copy প্রেরণ করবে। বৈতনিক আয়কর বাবদ প্রেরিত এ্যাডভইস এর টাকা এবং বিবরণীতে উল্লেখিত টাকার পরিমান অবশ্যই সমান হতে হবে। জুলাই হতে মে মাস পর্যন্ত বৈতনিক আয়করের এ্যাডভাইস ও বিবরণী বর্ণিত তাখির মধ্যে মাসিক ভিত্তিতে এবং জুন মাসের বৈতনিক আয়করের এ্যাডভাইস ও বিবরণী ২২ জুন তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

এলপিও সরাসরি প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগের (শাখা-১) উপর ক্রেডিট এ্যাডভাইস ইস্যুপূর্বক অত্র বিভাগের মুখ্য কর্মকর্তা জনাব নাজমুল হুদা এর বরাবরে প্রতি মাসের ০৩ তারিখের মধ্যে MITS (Monthly Income Tax Statement) সহ প্রেরণ করবেন।

৮। **কর পরিশোধের বিষয়টি এলপিসিতে উল্লেখপূর্বক প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহকরণ ঃ**

অর্থবছরের যে কোন সময়ে বদলীজনিত কারণে কোন করদাতা কর্মকর্তা/কর্মচারীর বর্তমান শাখা/কার্যালয়ে মাস ভিত্তিক কর্তনকৃত করের নিম্নোক্ত ছক মোতাবেক প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহপূর্বক বদলীকৃত শাখা/কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে এবং কর বাবদ কর্তনকৃত অর্থের মোট পরিমান এলপিসিতে উল্লেখ করতে হবে। অর্থবছর শেষে অত্র বিভাগে প্রেরিত চূড়ান্ত কর বিবরণীতে সংশ্লিষ্ট বদলীকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীর পুরো অর্থবছরের তথ্য সন্নিবেশ করতে হবে।

নাম ঃ
পদবী ঃ
পিএফ ঃ
ই-টিআইএন ঃ

মাসের নাম	মূল বেতন	বোনাস/এক্সগ্রেসিয়া	কর্তনকৃত কর
১	২	৩	৪
কর্তনকৃত মোট কর			

৯। **রেজিষ্টার সংরক্ষণ ঃ**

প্রধান কার্যালয়ের প্রত্যেকটি বিভাগ, প্রত্যেকটি শাখা/কার্যালয় নিজ নিজ করদাতা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্তনকৃত আয়করের জন্য ১টি বৈতনিক আয়কর রেজিষ্টার নিম্নোক্ত ছক মোতাবেক সংরক্ষণ করবেন।

ক্রঃ	নাম	পদবী	পিএফ	ই-টিআইএন	মাসের নাম	মূল বেতন	বোনাস/ এক্সগ্রেসিয়া	মোট কর	বিনিয়োগ রেয়াত	কর্তনকৃত কর	সর্বমোট প্রদেয় কর	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩

চলমান পাতা-৬

১০। আঞ্চলিক নিরীক্ষা ও বিভাগীয় নিরীক্ষাকালীন সময়ে ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষকগণ কর কর্তন সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিনা বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।

১১। প্রত্যেক করদাতা কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নিজ নিজ নিয়ন্ত্রনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হতে কম্পিউটেশন শীট অনুযায়ী কর প্রদান সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহপূর্বক রিটার্ণের সাথে দাখিল করতে হবে।

১২। কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কর্তৃক ভুল কর বিবরণী (রিটার্ন) দাখিল করার কারণে কিংবা আদৌ কর বিবরণী দাখিল না করার কারণে বৈতনিক আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যেকোন জরিমানা আরোপিত হলে ব্যাংক এর দায় বহন করবে না।

১৩। উল্লেখিত নির্দেশাবলী যথাযথভাবে পরিপালনপূর্বক বৈতনিক আয়করের চূড়ান্ত বিবরণী (Final Income Tax Statement) সংযোজনী-খ Excel Formate এ প্রস্তুত করে ৩১ জুলাই এর মধ্যে ই-মেইল যোগে (dgmaccounts1@krishibank.org.bd) Soft copy প্রেরণ করতে হবে। নির্দিষ্ট এক্সেল ফরমেট ব্যতিত অন্য কোন ফরমেট বা স্ক্যান কপি গ্রহনযোগ্য নয়। আয়করের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে (Final Income Tax Statement) কেবলমাত্র করযোগ্য কর্মকর্তা/কর্মচারীর তথ্য সন্নিবেশিত হবে।

১৪। প্রসংগত উল্লেখ্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত আয়কর সংক্রান্ত কোন সংশোধন/পরিবর্তন/পরিবর্ধন প্রযোজ্য। প্রয়োজনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইট www.nbr.gov.bd ভিজিট করা যেতে পারে।

১৫। বৈতনিক আয়কর সংক্রান্ত কোন তথ্য জানার প্রয়োজন হলে অত্র বিভাগের নিমোক্ত কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো

জনাম মামুন হোসেন, ফিনান্সিয়াল এনালিস্ট	মোবাইল ঃ ০১৭৫০-৩২১২৩৬
জনাব নাজমুল হুদা, মুখ্য কর্মকর্তা	মোবাইল ঃ ০১৯১১-৫৫৮৯১৭
জনাব মোঃ আশরাফুল আলম, কর্মকর্তা	মোবাইল ঃ ০১৫২১-১১৮৫৯৬

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

২৬.০৭.২০২৪

(খান তামজিদ আহমেদ)
উপমহাব্যবস্থাপক

নং-প্রকা/হিসাব(শাখা-১)/ভ্যাট ও ট্যাক্স-৬(৪৮)/২০২৪-২৫/৬৫৮ তারিখঃ ঐ

সদয় জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

১। চীফ স্টাফ অফিসার, চেয়ারম্যান মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
২। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
৩। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়-১, ২ ও ৩ এর দপ্তর, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
৪। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/বিভাগীয় প্রধান/সচিব/ বিকেবি, প্রকা, ঢাকা। **পত্রটি ব্যাংকের ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইসিটি সিস্টেমস্ কার্ড বিভাগ, বিকেবি প্রকাকে অনুরোধ করা হলো।**
৬। নথি/মহানথি।

২৬.০৭.২০২৪

(আরিফুর রহমান)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

তফসিল-৩

(ধারা ৮৮ দ্রষ্টব্য)

১ জুলাই, ২০২৫ তারিখে আরব্ধ করবর্ষের জন্য আয়করের হার

প্রথম অংশ

অনুচ্ছেদ-ক

আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২(৬৯) এ সংজ্ঞায়িত ব্যক্তিগণের (person) মধ্যে অনিবাসী বাংলাদেশীসহ সকল স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual), হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ও অংশীদারি ফার্মের ক্ষেত্রে মোট আয়ের উপর করহার নিম্নরূপ হইবে, যথা:-

মোট আয়	হার
(ক) প্রথম ৩৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	শূন্য
(খ) পরবর্তী ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	৫%
(গ) পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১০%
(ঘ) পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১৫%
(ঙ) পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর--	২০%
(চ) পরবর্তী ২০,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর--	২৫%
(ছ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর --	৩০%

:

তবে শর্ত থাকে যে,-

(ক) মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বৎসর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হইবে ৪,০০,০০০/- টাকা;

(খ) তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা এবং প্রতিবন্ধী স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হইবে ৪,৭৫,০০০/- টাকা;

(গ) গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হইবে ৫,০০,০০০/- টাকা;

(ঘ) কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের প্রত্যেক সন্তান/পোষ্যের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ৫০,০০০/- টাকা অধিক হইবে; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই করদাতা হইলে যেকোনো একজন এই সুবিধা ভোগ করিবেন;

(ঙ) বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশি ব্যতীত) এইরূপ সকল করদাতার জন্য এই অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হইবে না;

(চ) মোট আয় করমুক্ত আয়ের সীমা অতিক্রম করিলে ন্যূনতম করের পরিমাণ কোনোভাবেই নিম্নরূপে বর্ণিত হারের কম হইবে না, যথা:-

এলাকার বিবরণ	ন্যূনতম কর (টাকা)
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৫,০০০/-
অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৪,০০০/-
সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৩,০০০/-

ব্যাখ্যা।- এই অনুচ্ছেদে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (person with disability) বলিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ৩১ মোতাবেক প্রতিবন্ধী হিসাবে নিবন্ধিত ব্যক্তিকে বুঝাইবে;